অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬॥০, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮॥০, ডাক মাশুল ১॥০ টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা।

৭ম ভাগ } কলিকাতাঃ—২৯এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১১ই জুন ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ১৮ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ম স্থিত হাইকোর্ট অব জুডীকেচারের সাধারণ আদিম সিবিল এলেকাধিন ১৮৭৩ সালের ৭৪৪ নম্বরের মকর্দ্দামার ডিক্রি অনুসারে (যে মকর্দ্দামায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বাদী অথাৎ বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন আজিমগঞ্জ বাসী বুদ্ধ সিং এবং বিশেন চাঁদ যাহারা কলিকাতা সহরের বড় বাজারের ক্রাস ষ্ট্রীটে মুলচাঁদ হরেক চাঁদ নাম ধারণ করিয়া একত্রে ব্যবসা করে এবং যাহারা সেরাজ গঞ্জে নীল চাঁদ হরেক চাঁদ নাম ধারণ করিয়া ব্যবসা করে,ও মৃত রাধাগোবিন্দ সাহার সম্পত্তির অন্যান্য পাওনাদার গণ, এবং যে মকর্দ্দমায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তি গণ প্রতিবাদী অথাৎ মৃত রাধা গোবিন্দ সাহার নাবালগ সন্তানগণ শ্রীনিবাস সাহা এবং হরিধন সাহা ও উক্ত মৃত রাধা গোবিন্দ সার বিধবা স্ত্রী এবং উক্ত নাবালগ সন্তানগণের রক্ষিকা শ্রীমতি কুবজা দাসী যাহারা সকলেই কলিকাতা সহরের অন্তর্গত হাট খোলার শোভাবাজার ষ্ট্রীটে বাস করে) এবং যে ডিক্রি এক হাজার আট শত চৌয়াত্তর খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে দেওয়া হয় সেই ডিক্রি অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে মৃত রাধা গোবিন্দ সাহার সমুদয় পাওনাদারগণ এক হাজার আট শত চৌয়াত্তর খৃষ্টাব্দের ১ লা আগষ্টের পূর্ব্বে কোর্ট হাউসে হাই কোর্টের অন্যতম জজ অনারেবল আরথর জর্জ ম্যাকফারসন সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের স্বস্ব পাওনা ও দাবির বিষয় প্রমাণ করিবেক, উক্ত তারিখের মধ্যে যদি কেহ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তাহারা হাইকোর্টের উক্ত ডিক্রির ফলোভোগ হইতে তৎক্ষণাৎ বঞ্চিত হইবেক।

এক হাজার আট শত চৌয়াত্তর খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের আটই তারিখের পূর্ব্বাহ্ন এগারটার সময় হাইকোর্টে উক্ত দাবী সকল সম্বন্ধে বিচার হইবে।

অর এবং হ্যারিস
বাদীরআটর্ণীগণ,
কলিকাতা হাইকোর্ট আদিম বিভাগ। ২ রা জুন। ১৮৭৪ } আর বেল চেম্বার্স রেজেষ্ট্রের।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের
শব্দ কল্পদ্রুম।
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল /০ আনা প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,
কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

জ্ঞানাঙ্কুরে স্বর্ণলতা নামে যে উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট ও হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যানিং লাইব্রারি।
কলিকাতা।

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড। মূল ধন ২০০০০ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ৩০০ অংশ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে যাহার ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় বি, এল
৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ডিরেকটর

অধিকারতত্ত্ব।

শ্রীযুত চন্দ্র শিখর বসু প্রণীত মূল্য পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ৸০ আনার পরিবর্ত্তে ॥০ আনা ডাকমাশুল ৵০ কলিকাতা আদিব্রাহ্ম সমাজে, অমৃত বাজার প্রেসে ও দ্বারভাঙ্গায় গ্রন্থ কর্ত্তার নিকট পাওয়া যাইবে।

বাসা পরিবর্ত্তন।

এতদ্বারা আমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব দিগকে জানাইতেছি যে আমি শোভা বাজার নন্দরাম সেনের গলি নং ১০ বাটীতে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তারিখ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রীশশিভূষণ দত্ত
হাইকোর্টের উকীল

রুদ্রাক্ষ তৈল।
শিরঃপীড়ার মহৌষধ।

মানসিক পরিশ্রম, কঠিন চিন্তা, অথবা অন্য কোন কারণে উক্ত পীড়া উৎপন্ন হয়। এই ঔষধ সেবনে তাহার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবেক। ঐ ঔষধ কলিকাতা পটলডাঙ্গার রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে ১৬ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মুল্য প্রত্যেক শিশি ॥০ আট আনা মাত্র। (৩)

আগামী এক হাজার আট শত চোয়াত্তর সালের তেরই জুন শনিবার বৈকাল বেলা আড়াইটার সময় বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ামের এলাকাধীন হাইকোর্ট অব জুডিকেচারের অর্ডিনারী ওরিজিনাল সিবিল জুরিসডিকসনে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কোর্ট হাউসে তাহার সেল রুমে এক হাজার আট শত বায়াত্তর সালের ৪০১ নম্বরের মকর্দ্দমার ডিক্রি অনুসারে যাহাতে এক হাজার আট শত বায়াত্তর সালের বারই ডিসেম্বর তারিখে চৈত লাল বাদী এবং বল্লব দাস প্রতিবাদী থাকে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় হইবে, অর্থাৎ সমুদয় পাকা গাথনির বাড়ী কিম্বা বাসোপযোগী গৃহ সমেত উহার সামীল সংলগ্ন জমি যাহা ষ্টিমেট দ্বারা কম বেশ এক বিঘা উনিশ কাটা আট ছটাক স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাড়ীর সাবেক নম্বর ৪১। ৪২ ছিল এবং এক্ষণ ৩৭ ও ৩৮ হইয়াছে এবং উহা কলিকাতা সহরের অন্তর্গত আরমেনিয়ান ষ্ট্রিটে স্থিত। উহার চৌহদ্দির বিষয় নিম্নে বিস্তার করিয়া লেখা যাইতেছে, অর্থাৎ উহার দক্ষিণে আরমেনিয়ান ষ্ট্রিট নামক রাস্তা, পশ্চিমে পচাগলি, উত্তরে রাম সেবক মালিয়ার প্রজার জমি এবং পূর্ব্বে গোবিন্দ চন্দ্র ভড় ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রজার বাড়ি।

যাহারা বাড়ী খরিদ করিতে চান তাহারা উহা খরিদ করিবার পূর্ব্বে উহার স্বত্ব সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ দেখিবেন।

স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলের চুম্বক এবং বিক্রয়ের নিয়ম সমুদায় হাইকোর্টের অরিজিনাল জুরিসডিকসনের রেজিষ্ট্রারের আফিসে কিম্বা কলিকাতার অন্তর্গত ওল্ড পোষ্টাফিসের ২ নং বাদীর আটর্ণি ট্রটাটম্যান, চাটুর্য্যে এবং ওয়াটকিন্সনের বাটিতে বিক্রয়ের সময়ও উহা প্রদর্শিত হইবে।

কলিকাতা
হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের আফিশ — আর বেল চেম্বার্স রেজিষ্ট্রার
১৮ মে। ১৮৭৪

বিবাহ ভঙ্গনাটক।

মূল্য ॥০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা। অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে, কলেজষ্ট্রীট ক্যানীংলাইব্রেরিতে ও মুঙ্গেরে শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি,এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

আমিতো উন্মাদিনী।
নাটক।

মুল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরি কুমার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোঁথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১॥০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে।

ভয়ানক অত্যাচার।

এই পত্র খানি আমরা এখানে গ্রহণ করিলামঃ—

মহাশয়! গত পরশু দিবস রাত্রে আমাদিগের এই খিদিরপুরের মনসা তলাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র বসুর বাটিতে যেরূপ অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে জগতে এমন কোন মনুষ্যই নাই যে, ক্রোধে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত না হয়। যদি গণেশ বাবুর বাটিতে পরিবার থাকিত ও গোপাল বাবুর বাটীর সদর দরজা নূতন এবং দৃঢ় না হইত, তাহা হইলে যে কি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইত তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। উক্ত দিবস বৈকালে কয়েক জন ফিরিঙ্গি যুবক উপরি-উক্ত গোপল বাবু ও গণেশ বাবুর বাটির পার্শ্ববর্ত্তী গলির মধ্যে ঘুঁড়ি উড়াইতে ছিল। বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন যে, যদি কাহার ঘুঁড়ি কাটিয়া যায় তাহা হইলে যে ঐ ঘুঁড়ি ধরিতে পারে সে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। ফিরিঙ্গিদিগেরও সেই রূপ ঘটিয়াছিল। উহাদিগের একখান ঘুঁড়ি কাটিয়া যাওয়ায় কোন বাঙ্গালি বালক বোধ হয় উহা গ্রহণ করিয়া ছিল। কিন্তু কে লইয়াছে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ঢিল ছুড়িতে ছিল, এবং ভদ্র জন অশ্রুত বিবিধ কুৎসিৎ গালি গালাচ করিতে ছিল। এমন কি কেহই সাহস করিয়া বাটীর বাহির হইতে পারিল না। রাস্তায় লোকের যাতায়াত প্রায় বন্দ হইয়া উঠিল। ক্ষণ বিলম্বে হরি মোহন নামক জনেক বালক বাটীর বাহিরে আসিয়া উহাদিগকে কহিল যে তোমরা কেন ইট ছুড়িতেছ? তাহাতে তাহারা আরও বাড়িয়া উঠিল এবং তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র বসু বি এল নামক জনৈক ভদ্র লোক আসিয়া, ফিরিঙ্গি বালকদিগকে গালি দিতে ও ইট ছুড়িতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু যখন গিরিশ বাবু ঐ বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় উহাদিগের মধ্য হইতে এক জন দৌড়িয়া যাইয়া এক জন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন কে তোমাকে গালি দিয়াছে। তাহাতে সে হরি মোহনকে দেখাইয়া দেয়। তিনি হঠাৎ যাইয়া হরি মোহনের গালে দুইটী চড মারিলেন। দুর্ভাগা হরি মোহন কাঁদিতে লাগিল। তখন গিরিশ বাবু উহাদের সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন উহাকে মারিলে? তুমি জান পুলিশ আছে?' তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি পুলিশকে ভয় করি না। ইহা শুনিয়া গিরিশ বাবু জনেক লোককে পুলিশ ডাকিতে বলেন, পুলিশ ডাকার কথা শুনিবা মাত্র সে পালাইবার উদ্যোগ করিল। তাহাতে গিরিশ বাবু কহিলেন 'পালাইও না, তোমার নাম কি?' সে তাহার প্রকৃত নাম ভাঁড়াইয়া উত্তর দিল যে, আমার নাম হারিস। তৎ পরে 'তুমি থাক কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া কহিল "আমি বলিতে চাই না।" তাহাতে গিরিশ বাবু কহিলেন, 'তোমার অবশ্যই বলিতে হইবে।' ইহা শুনিয়া সাহেব রাগান্ধ হইয়া তাহার সঙ্গিদিগকে ডাকিয়া গিরিশ বাবু প্রভৃতিকে মারপিট করিতে আরম্ভ করিল। পরে যখন শুনিল যে পুলিষ আসিয়াছে তখন তাহারা পালাইয়া আপন আপন বাটিতে চলিয়া গেল। আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হইলাম যে সকল গোল মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাত্র প্রায় ১১ ঘটিকার সময় অন্যূন ৪০। ৫০ জন ফিরিঙ্গি আসিয়া প্রথমে গণেশ চন্দ্র বসুর বাটি আক্রমণ করে। তখন গণেশ বাবু তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতার সহিত অন্দরে আহার করিতে ছিলেন। উহারা ক্রমান্বয়ে দুইটি দরজা ভাঙ্গিয়া গণেশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভাতের থালা গুলি জুতা দিয়া ফেলিয়া দেওয়নান্তর ভয়ানক প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, এমন কি ঘুসা মারিয়া এক এক জনের অন্যূন ৭। ৮ টি করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। নাক ও মুখ দিয়া অবিশ্রান্ত রক্ত বাহির হইয়া পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে। পরে গণেস বাবু ঐরূপ ভয়ানক প্রহারে সংজ্ঞাশূন্য হইলে উহারা তাঁহাকে বগল লইয়া গোপাল বাবুর বাটির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল বাবুর বাটির লোক ঐরূপ জনতা দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। উহারা যাইয়া দরজা ভাঙ্গিবার নিমিত্ত আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু ভাঙ্গিতে না পারিয়া ইট ছুড়িতে আরম্ভ করিল। নির্দ্দোষী গোপাল বাবুর গেটের লণ্টন ও বাটির সাসী খড় খড়ী অনেক ভাঙ্গিয়া গেল। বাটির ছাদ হইতে সকলে পুলিশ২ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পুলিশ কোথায়! পুলিশের শব্দ মাত্রও পাওয়া গেল না। তখন অনন্য উপায় হইয়া খিড়কির দরজা খুলিয়া জনেক লোক ওয়াটগঞ্জের পুলিশ নিকট গমন করিয়া এই ভয়ানক দৌরাত্মের বিষয় প্রকাশ করায় সেখানকার এক জন জমাদার কহিলেন 'তোম বাবা লোককো মারা।' যাও। 'হাম যাগা' এদিকে ফিরিঙ্গিগণ তিন বার আক্রমণ করে। বাটির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু মহাশয়! যত ক্ষণ তাহারা গোপাল বাবুর বাটিতে এই রূপ দৌরাত্ম করিতে ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্তও গণেশ বাবুকে ছাড় নাই। গণেশ বাবু তাহাদিগের বগলেই ছিলেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইলে তিনি ছুটিয়া একেবারে অর্ফণ স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। হায়! এত লোক থাকা সত্বে এক জনও সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। সাহায্য করা দূরে থাক সকলে তামাসা দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ ভয়ানক দৌরাত্ম করিয়া ফিরিঙ্গিগণ চলিয়া গেল।

খিদির পুর
২৬ শে জ্যৈষ্ট
১২৮১।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনগেন্দ্র নাথ মজুমদার

হা পরমেশ্বর! আমাদের অদৃষ্ট কি এত কষ্ট লিখিয়াছ। ক্রমান্বয়ে ছয় শত বৎসর মুসলমান দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া যখন হিন্দু জাতির আবার পুনর্জ্জীবিত হইবার সূত্রপাত হইল, যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা দিগ্বিজয় আরম্ভ করিলেন, যখন হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগের উপর আধিপত্য আরম্ভ করিলেন, যখন বোধ হইল এত কাল পরে হিন্দু জাতি পরাধীন শৃংখল হইতে উদ্ধার হইয়া আবার উত্থান করিবেন, সেই সময় অকুল সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপীয়েরা আসিয়া আবার আমাদিগের দেশ অধিকার করিলেন। ফিরিঙ্গি জাতি, আজি যদি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, কল্য যাহারা আমাদের নিকট মুচি, মেথর দিগের ন্যায় অস্পৃশ্য হইবে, যাহাদের ছায়া উলংঘন করিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন অনায়াশে দুই জন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া এই রূপ অত্যাচার করিল। গণেশ বাবুর দন্ত গুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে অন্যরূপে অপমান গ্রস্থ হইতে হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু তাহার এরূপ অপমানিত হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। মৃত্যু এক দিন ত হইবেই। তিনি কেন ফিরিঙ্গিদিগের এক জনকে বধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন না? আত্ম রক্ষার্থে বধ করিলে আইন বিরুদ্ধ কাজ হইত না। আমরা তাহা হইলে তাহার সোনার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সে দিবস ইংরাজেরা যেখানে আউটরামের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন তাহার নিকট সংস্থাপিত করিতাম। সে দিবস নব গোপাল বাবুর বক্তৃতা লইয়া যে মুখেরা উপহাস করিয়াছেন তাহারা দেখুন যে শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা আমাদের চলে না। যদি গণেশ বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতারা ফিরিঙ্গি দিগকে ধরিয়া পাদুকা প্রহার করিতে পারিতেন, কি যষ্টি কি বন্দুক দ্বারা উহাদিগের দুটি পাঁচটীকে আহত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ হিন্দু জাতি শত হস্ত উচ্চে উত্থিত হইত, আজ আমাদের উৎসাহ ও আশার স্রোত প্রবাহিত হইত। গণেশ বাবু সম্ভবতঃ সুশিক্ষিত হইবেন, গিরিশ বাবু ত বি এল, এবং ইহাদের এরূপ সাধ্য হইল না যে আপনাদিগের জাতি মান রক্ষা করেন। ইংরাজ শাসনে আমাদিগকে এই রূপ হতভাগা ও অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে! গোপাল বাবুর বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিতেছে, তাহার পরিবারেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, তখন দৌড়াইয়া পোলিশের আশ্রয় লইতে হইল। বঙ্গবাসিগণ! তোমরা কি চাও? তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতিকে এই রূপ অপমান হইতে রক্ষা করিতে চাও, না এখনকার ন্যায় শিষ্ট শান্ত ভদ্র লোক হইতে চাও? যদি তোমাদের শরীরে এখনও কিছু মাত্র আর্য্য জাতির শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে, এখনও যদি তোমরা আপনাদিগকে ভদ্র লোক বলিয়া অভিমান কর, তবে তোমাদের সন্তান সন্ততিগণকে যেরূপ উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত যত্ন করিতেছ, তেমনি প্রয়োজন হইলে তাহারা যেন উদ্যমের সঙ্গে আত্মরক্ষার নিমিত্ত শত্রুর রক্ত পাত করিতে পারে, তাহাদের জিঘাংশা বৃত্ত উত্তেজিত করিতে পারে এবং অভিমানের নিমিত্ত অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এইরূপ উপদেশও প্রদান করিও। আমাদের বিবেচনায় ভদ্র লোক মাত্রের ঘরে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এক একটী রাইফেল বন্দুক থাকা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় ইহার নিমিত্ত সকলকেই পাশ দিবেন।

রুসিয় সম্রাট ও ইংলণ্ড।

১৩ই মে তারিখে রুসিয়ার সম্রাট ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডবাসীরা সমাদরের সঙ্গে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রথম ডোবারে অবতীর্ণ হন। ইংলণ্ডের যুবরাজ, রুসিয় সম্রাটের জামাতা ডিউক অব এডিনবরা, তাঁহার কন্যা, তাঁহাকে প্রথম অভ্যর্থনা করেন। সেখান হইতে রেলওয়ে যোগে তিনি উইণ্ডসরে উপস্থিত হন। রুসিয়ানদিগকে ইংলণ্ডের জন সাধারণের অধিকাংশ লোক ঘৃণা করে, সুতরাং পারস্যের সাহা আসায় ইংলণ্ডে লোকের যেরূপ উৎসব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তবে সম্বাদ পত্রের কোন২ সম্পাদকেরা সে অভাব দূর করিতেছেন। তাঁহারা সকলে যোড় হাত করিয়া সম্রাটের স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং রুশিয়ার সম্রাট সার্ফদিগকে দাসত্ব শৃংখল হইতে মুক্ত করিয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার অসংখ্য প্রশংসা করিতেছেন। সকলের উপর ইংলণ্ডের প্রধান সম্বাদ পত্র টাইমসের গলা। টাইমস সম্রাটকে স্তব স্তুতি করিয়া বলিতেছেন যে, ক্রিমিয়াতে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় সে ঐ অনিষ্টকারী জাতি ফারাসিসদিগের দোষে। ফরাসিসগণ যদি কুপরামর্শ না দিতেন তাহা হইলে ইংরাজেরা কখনই এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতেন না এবং ইংলণ্ড যে এই উদ্যোগে রুসিয়ান্দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন সে তাহার পক্ষে দক্ষিণ হস্তে করিয়া ——আহার করা হইয়াছিল। টাইমস আরো বলিতেছেন যে রুসিয়া এখন সভ্যতার উচ্চতম শ্রেণীতে আরূঢ় হইয়াছেন, সেখানকার প্রজারা অত্যন্ত সুখী, রাজ্য শাসন প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ড রুশিয়ার পার নিকটও দাঁড়াইতে পারেন না। রুসিয়া সম্রাটের ইংলণ্ড আগমন সম্বন্ধে নানা রূপ গল্প উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছে যে তাঁহার মেয়ে এখানে কেমন আছেন, কোন কষ্ট হইতেছে কি না তাহাই দেখিতে তিনি আসিয়াছেন, কেহ বলিতেছেন মহারাণীর কন্যা বিএট্রিশের সঙ্গে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বিবাহের ঘট কালি করিতে তিনি আসিয়াছেন, কেহ২ বলিতেছন যে সম্রাটের কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে।

রুশিয় সম্রাট আপন কন্যা ইংলণ্ডের মধ্যম রাজ কুমারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, তাঁহার কন্যা ইংলণ্ডে আছেন, স্বয়ং তিনি ইংলণ্ডে গিয়া মহারাণী এবং ইংলণ্ডবাসী সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেছেন, কিন্তু তথাচ ভারতবর্ষ লইয়া যে রুশিয়ার সঙ্গে এক বার যুদ্ধ হইবে সে আশঙ্কা এখনও যায় নাই। দিল্লিগেজেটের কাবুলের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে গত কল্য (১৫ মে) রাত্র আট ঘটিকার সময় আবদুল্লা জান নামক এক জন সম্ভ্রান্ত লোক অপর দুই জন সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে করিয়া আমিরের অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হন এবং দ্বারয়ান দ্বারা সম্বাদ পাঠান যে তিনি আমিরের সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দ্বারয়ান সম্বাদ দিলে আমির তাহাকে অন্তঃপুরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তিনি আমিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে এক খানি পত্র অর্পণ করিয়া বলিলেন যে তাহার ভ্রাতা সর্দ্দার সেকেন্দার খাঁ এই পত্র ও দুই জন লোককে তাহার নিকট প্রেরন করিয়াছেন এবং তাহাকে লিখিয়াছেন যে আমিরের নিকট ইহাদিগকে পরিচয় করিয়া দিবা। আমির পত্র পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা কোথায়? আবদুল্লা জান বলিলেন যে তাহারা দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাদিগকে দেখিতে ভদ্র লোক বলিয়া বোধ হয়। আমির তাহাদিগকে তাহার নিকট আনিতে অনুমতি করিলেন। তাহারা আমিরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ইহারা দুই জন রুশিয়। রুশিয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমিরের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। তাহাদিগের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলিয়া আমির তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং আবদুল্লা জানকে বলিলেন যে তাহাদিগকে তিনি গোপনে তাহার নিকট রাখিয়া দেন। দ্বারোয়ানকেও নিষেধ করিয়া দেন যে ইহা প্রকাশ না হয়।

আবার ইংলণ্ডের ফরেন সেক্রেটারি লর্ড ডার্বির সঙ্গে সম্প্রতি লর্ড নেপিয়ারের মধ্য আসিয়া সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয়। লর্ড নেপিয়ার ডার্বিকে বলেন যে ইংরাজেরা রুসিয়দিগের সঙ্গে এই রূপ সন্ধি করিয়াছেন যে আফগানেরা নির্দ্ধারিত সীমা উলঙ্ঘন করিবে না। সন্ধি লিখিত এই বিষয়টি রক্ষা করিতে হইলে আমিরের উপর যাহাতে ইংরাজদিগের আধিপত্য থাকে এই রূপ কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং এক বার যদি ইংরাজেরা আমিরকে করায়ত্বে আনিতে পারেন তাহা হইলে অচিরাৎ কাবুল ইংরাজাধিকৃত হইবে। লর্ড ডার্বি এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাহার বিবেচনায় আফগান অধিকারের কোন রূপ উদ্যোগ করিলে ভারতবর্ষের ভারি বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপে যুদ্ধের আশংকা।

আবার ইউরোপ টলমল করিতেছে। সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার সমুদায় পূর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। প্রসিয়ানরা বিজয়ী হইয়া অহংকারে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে এবং নিপতিত ফ্রান্সের প্রতি যাবদিক অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছে। বিসমার্ক প্রসিয়ার প্রকৃত রাজা এবং তিনি লজ্জার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া স্পষ্টাক্ষরে প্রসিয়ানদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে ফ্রান্সের বক্ষে সাংঘাতিক রূপে অস্ত্রাঘাত করিতে না পারিলে তাহাদের মঙ্গল নাই। তিনি ফ্রান্সকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ফ্রান্সের এখন পতন দশা, ফ্রান্সকে যোগেযাগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করাইতে পারিলে তাহাকে জন্মের মত খঞ্জ হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু চঞ্চল উত্তপ্তশোণিত তেজিয়ান ফরাশী জাতি আশ্চর্য্য রূপে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছে। তাহারা বিসমার্কের অপমানসূচক বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিতেছে না এবং অতি নম্রভাবে সকলের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিবার যত্ন করিতেছে। কিন্তু বাহিরে ফ্রান্স যতই শান্তভাব দেখান অন্তরে যে তাহাকে শত শত বিষময় সর্প দংশন করিতেছে তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। ফরাসী জাতি এ যাবৎ জগতের রাজা ছিলেন। সমস্ত ইউরোপ তাহার করস্থ ছিল। যে জারম্যানেরা তাহাদিগকে অপদস্থ করিয়াছে তাহাদিগকে তাহারা অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, সুতরাং ফ্রান্স আপনার দুরবস্থা দেখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই নিমিত্ত ফ্রান্সে অসামান্য যত্নের সহিত সৈনিক পুরুষদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং এই নিমিত্ত সে দিবস বেজিনের বিচার হইয়া ইহাই সাব্যস্ত হইল যে বেজিন যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্ম সমর্পণ না করিতেন তাহা হইলে জারমেনেরা কখনই ফ্রান্সকে এরূপ হতমান করিতে পারিত না। বিশেষতঃ আসলেস ও লরেন ফ্রান্সের দুটি প্রধান স্থান জারমেনেরা হস্তগত করিয়াছে এবং উহা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ফ্রান্স যে এক বার কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বোধ হয় বিসমার্ক যত শীঘ্র যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে চাহিতেছেন ফ্রান্স তত শীঘ্র তাহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে দিতেছেন না। ফ্রান্স আপনার বল উত্তমরূপে পরীক্ষা না করিয়া আর যুদ্ধে প্রবেশ করিবে না। বিসমার্ক ফ্রান্সের ধৈর্য্যতা দেখিয়া ছট ফট করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে ফ্রান্স এরূপ ধনী এবং এত শীঘ্র প্রসিয়ার ঋণ শোধ করিবে জানিতে পারিলে ফ্রান্সের নিকট হইতে এত অর্থ লইতেন যে তাহাকে আর কখন তাহা পরিশোধ করিতে হইত না। ফ্রান্সের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র স্থানে জারম্যান সৈন্য প্রবেশ করে। কিন্তু বিসমার্ক ইহাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে কেন তিনি সমস্ত ফ্রান্স জারম্যান সৈন্য দ্বারা লুণ্ঠন করান নাই? তাহা হইলে আর ফ্রান্সের কখন উঠিতে হইত না। বিসমার্ক ফ্রান্সের অন্যান্য শত্রুদিগকেও উৎসাহ দিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইটালির রাজাকে তিনি এই রূপ পরামর্শ দেন যে ফরাসীরা তাহার রাজ্য হইতে নাইস ও স্যাভয় কাড়িয়া লইয়াছে, অতএব তিনি উহা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করুন এবং প্রসিয়ানরা তাহাকে সাহায্য করিবে। সৌভাগ্য ক্রমে তাহার প্রবোধ বাক্যে ইটালির রাজা কর্ণ পাত করেন নাই।

বিসমার্কের প্রকাশ্য ভাব দেখিয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতি চমকিয়া গিয়াছেন। ইংরেজদের পারলিয়ামেণ্টে ইউরোপের ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্বন্ধে সে দিবস তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে বোধ হয় ইংরেজেরা আশংকা করিতেছেন যে দুই তিন বৎসরের মধ্যে সমুদায় ইউরোপে সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ইংরেজেরা এ যুদ্ধে প্রবেশ না করিলে পারেন, কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধ হইলেই ইংরেজদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। বিগত ফ্রাঙ্ক প্রসিয়া যুদ্ধ না হইলে ইংরেজদিগকে রুসিয়ার নিকট এত অপমানিত হইতে হইত না। ফ্রান্সকে রুসিয়া চিরকাল ভয় করেন এবং ফ্রান্স জীবিত থাকিলে রুসিয়া কখন কৃষ্ণ সাগরে পুনরায় সমর পোত ভাসাইতে পারিতেন না। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রসিয়া ও রুসিয়া একত্রে জুটিতে পারে, জুটিয়া তুরস্ক অধিকার করিতে পারে এবং তাহা হইলে ইংরেজেরা যে ভয়ে সদা সর্ব্বদা সশঙ্কিত তাহাই ঘটিবে অর্থাৎ ভারতবর্ষ লইয়া রুসিয়ার সহিত টানাটানি করিতে হইবে।

শারীরিক বলের প্রয়োজনতা বিষয়ে বিস্তর তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এখন আর এ বিষয়ে দুই মত নাই। অতএব শীঘ্র ২ যাহাতে লোকের শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে সকলের সে রূপ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় যে দেশের মধ্যে এরূপ সভা নাই যাহাদের এই এক মাত্র উদ্দেশ্য হইবে। নবগোপাল বাবুর যত্নে ন্যাশনাল সোসাইটী হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সভাতে টাকা নাই ও এ সভার বিস্তর কাজ। শুদ্ধ যাহাতে আমাদের বাহু বলের ও সাহসের বৃদ্ধি হয় এই নিমিত্ত একটী পৃথক সভা করা কর্ত্তব্য, নতুবা ন্যাশেনল সোসাইটীর এই নিমিত্ত স্বতন্ত্র শাখা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলিবেন তাঁহাদের এরূপ একটি শাখা আছে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় শুদ্ধ বাহু বলের উন্নতির নিমিত্ত একটি সভা করিলে যত কাজ হইবার সম্ভব, ন্যাশেনাল সোসাইটী যাহার উদ্দেশ্য বহুবিধ তাহা দ্বারা এরূপ হইবার সম্ভব নয়। এরূপ একটি সভা হইলে হইবে না টাকাও প্রয়োজন হইবে, কিন্তু বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কিছু টাকা পাওয়া যাইতে পারে। টাকার লোকে ডনগির প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিয়া আবার এই ডনগিরগণকে প্রতিপালন করিবেন। এ এক রূপ মন্দ নয়, কিন্তু তাঁহারা মুখোপাধ্যায়ে ও ঘোষকে ডনগির যত দিন না করিতে পারেন তত দিন প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাধন হইবে না। সামান্য লোকের মধ্যে শারীরিক বলের উৎকর্ষ্য শুদ্ধ অর্থ ব্যয় করিলে হয়, মুখোপাধ্যায়ে কি ঘোষদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহী করিতে অর্থ ছাড়া আর কিছু চাই। যদি নড়াইলের বীর রাই চরণ বাবুকে দশ জনে জুটিয়া একটী উপাধি ও মুল্যবান এক খানি স্বর্ন মেডেল দেওয়া যায় তবে সম্ভবত আর দশটী রাই চরণ বাবু প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এ সমুদায় করে কে, আমি কি তুমি করিলে হইবে না। দশ জন চাই। বাঙ্গলার বিদ্যালয় গুলি সমুদায় আমাদের হাতে আছে, অতএব সকল হেড মাষ্টারগণের উচিত যে তাঁহাদের স্ব স্ব স্কুলে শারীরিক বলের চর্চার নিমিত্ত এক একটী রঙ্গ ভূমি স্থাপন করেন, ও তাহারা স্বয়ং এ সমুদায় বিষয় তত্ত্বাবধারন করেন ও উপযুক্ত পাত্রগণকে পুরস্কার দেন। যদি স্কুলের মাষ্টারের বৃদ্ধ দশা উপস্থিত হইয়া থাকে তবে ছাত্রগণের নিজে উদ্যোগী হইয়া শারীরিক বলের চর্চ্চা করা উচিত, কারন আমাদের যে রূপ দুর্দ্দশা এমত অবস্থায় যিনি বাহু বলের প্রতি পক্ষপাতী তিনি ভারতের সুপুত্র, আর সকলে কুপুত্র। আমাদের এখন একটীর প্রয়োজন ও সেটি বাহুবল। প্রত্যেক জমিদারের কর্ত্তব্য যে তিনি তাহার প্রজাগণের মধ্যে বৎসর বৎসর কিছু পুরস্কার বিতরণ করেন ও স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পুরস্কার দেন। গ্রামস্থ লোকের কর্ত্তব্য যে জন্মাষ্টমি দশমির সময় কাদা মাটির, ও ৩০ আশ্বিন তারিখে যে কুস্তির নিয়ম পূর্ব্বে ছিল ও এখনও কথক ২ স্থানে আছে তাহার পুনরুদ্দীপ্ত করেন। উপন্যাস লেখকও নাটক লেখকদিগের কর্ত্তব্য শারীরিক বল ও সাহসের প্রয়োজনতা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন। আমাদের দেশের কবিগণ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারেন। সে দিবস পাবনার নিকট গ্রামে দুটি দুই ভদ্র লোকে দুইটি ব্যাঘ্র শিকার করেন, কিন্তু কোন সংবাদ পত্র তাহার উল্লেখ করিলেন না। মফঃস্বলস্থ লোকের উচিত যে মফঃস্বলে যে কোন বীরত্বের কার্য্য হয় তদণ্ডে তাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া দেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY 11th *June* 1874.

The following curious advertisement appeared in the *Native Public opinion*:—

"CHALLA NARAYANSWAMI, an Under-Graduate of the Madras University, and the Factory School Master, Aska, respectfully begs to inform the Public that *he* is one of the *best* singers that the world has ever heard *He* can *sing Arabian Nights' Entertainments, Chardarvish, &c., &c., &c.,* in the most *pleasant* manner in *English* and *Telugu*. To convince the Public more that *he* is a very *great* singer, he informs them that *he* defeated already the *celebrated* singer of the Vizagapatam District, *Madhavaram Pantulu*. None but *those* who are *able* to bestow upon *him* a prize of *one hundred pounds sterling* and *travelling* expenses, need *apply* to the above *advertised*.

Who is theEditor of the Catalogue of books that appear in the *Calcutta Gazette*? Is it you Mr. Robinson ? Whoever he be, he does not shew an enviable knowledge in Bengalee literature. Now see how the learned Editor describes the works that have been published during the quarter ending 31st March.

Mahabharat	A Historical Romance.
Brihat Lanka Kanda	Fiction.
Radha Krishna Bilas	Fiction.
Ramayan	Religious Romance.
Shantiporba	Religion.
Sreemat Bhagabat	Poetry.
Ajodhya Kanda	Poetry.

We make some selections at random. May we inquire why Mahabharut should be a historical and Ramayan a religious romance? If the subject of the Sreemat Bhaghut be poetry, that of the Bible must be prose.

We have to record today the death of a distinguished native of India, that of Dr. Bhau Daji of Bombay. What Rajendra Lala is to us Bhau Daji was to Bombay. He was the first physician of Western India, a most clever antiquarian and a leader of public opinion. A full description of his literary occupation is given by the *Native Opinion*, we regret we can not make room for it. If possible we shall try to do it in our next. He leaves a very valuable library behind composed of rare sanscrit and other works.

Raja Roma Nath Thakoor has been dubbed a C. S. I. Honors have been heaped upon this old gentleman fast enough, but not so fast as he deserves. Patriotic at the same time in good terms with the powers that be, extremely old yet vigorous and energetic, coming from an aristocratic family yet meek as *vaishnab*, simple, unostentatious, polite, there is not a better man in the whole country. We only wish him long life, not that he may enjoy his honors but that he may do good to his country by his vast experience, eminent position and his influence over the ruling race. Men like Raja Roma Nath serve to keep the two races united, the conquered and the conquerors together. We also see that the title of Raja Bahadoor has been conferred on Coomar Horendra Krishna. The son of a Raja Bahadoor he has no doubt a claim to the title, but the most deserving in the family is Raja Kamal Krishna.

The *Ajijan Nehar*, a paper conducted by Mahamedans in chaste Bengallee notices a case which has created a great deal of interest. A certain European famine Officer assaulted two constables and the constables brought the matter to the notice of the Sub-Inspector who directed them to lay their case before the proper court. The European Officer upon this sent for the Sub-Inspector, abused him and threatened to report against him. The Sub-Inspector defied him and the Shaheb fell upon the Police Officer, broke two of his teeth and severely maltreated him. The Sub-Inspector recovered his lost ground and caught the *Shaheb* in his embrace. Others came and parted the heroes. Both of them then flew towards the capital town, but the famine officer, coming by a steamer engaged for famine duties came before, and took care to poison the minds of both the District Police Superintendent and the Magistrate. On his arrival the Police officer was required to furnish a security for 1000 Rs. and committed to Sessions. The case of the Police officer was dismissed on the ground that the European assaulted the Police in self-defence.

The *Statesman* gives account of a case which appeared in these columns some time ago:

"On last Christmas day, the men of the 18th Hussars appears to have been having a seasonable merry making. An abundance of liquor of all descriptions seems to have been in circulation in the barrack bungalows, and a good number of the men had certainly reached a stage of excitement by the afternoon of December 25th. During the day, one of the Hussars named Young gave a native a rupee to bring him some beer, and the man brought neither beer nor money. So Young sallied out in quest of his messenger, whether accompanied or not is doubtful; for his condition was unfavorable to his recollection of anything that transpired after he left his barrack room. Towards evening, word was brought to the Hussars that their comrade Young was lying insensible and covered with blood in a ravine near the Dhobies' village not far from the Hussars' Barracks. Clearly, he had been set upon and severely handled by the natives, and while some of his fellow-soldiers went and carried him in and attended to his needs, others inflamed with their day's quotations and naturally exasperated at the ill-treatment of their comrade, proceeded to the probable locality from whence Young had been assailed bent as seems evident, upon vengeance. At least two swords were taken out of the barracks by some of the Hussars, and a native man and woman lost ther lives on the occasion by wounds likely to have been inflicted by swords. Others were assaulted, the marks left being such as the dull edge of a sword, or the back of its blade would inflict, though not so broad as they would be had an ordinary walking stick been used.

Some men of the 18th Hassars confessed their guilt, the confession was first admitted by the court and then rejected on the ground that they were coerced by the Police. The prisoners were acquitted on the ground that they could not be identified. Just fancy British Soldiers coerced by the Police !

If the famine has increased our debt by half a million per annum, it has however benefitted a large body of Europeans specially the Indigo planters. The indigo planters of Tirhoot to whom the present famine may be partly attributed have reaped a golden harvest. But the planters of other parts of Bengal were not idle all the time, they did all they could to share in the general feast. The wretched circumstance of the indigo ryots has been taken advantage of and advances forced upon them. At a time of great distress people do not much care to look at after consequences, for a rupee in hand they care not to sell their soul and body for ever. Numberless ryots have been within the last two months secured by some of the indigo planters, secured in adamantine chains. The contracts entered into by the ryots shew that they were not free agents, when they agreed to the terms, they are so one-sided being only advantageous to the stronger party. Thus ryots have agreed to sow for a term of 5 to 12 years and to sell to the planters indigo at 4 bundles a rupee, while last year the rate was two bundles. According to the terms of the contracts the planters will have power to seize the cattle of the ryot if it is found tresspassing on his own indigo land ! This condition in the contract clearly shews that indigo is not profitable to them, that they do not care if the plants are devoured by their cattle and that when they entered into contract it was not the idea of profit which led them to do it, but that there was some pressure exercised upon them. It is a disgrace that indigo which is not profitable to the ryots and is not therefore freely and voluntarily grown by them should continue to flourish in such advanced districts as Jessore and Nuddea.

While on this subject we cannot resist the temptation of relating here an occurance which took place in Jessore sometime ago. A Mr. Clarke an indigo planter of Jessore was assaulted by his coolies and the coolies were punished and incarcerated for a term of six months. The case was decided by the Deputy Magistrate of Magoora Mr. Deare, a bald-headed and fat-bellied gentleman, who very much looks like an Eurasian but who denies being one. We noticed the facts in our columns. The Magistrate Mr. Smith, one of the ablest Magistrates in India, got scent of the case, sent for the record and found to his astonishment that it was Mr. Clarke who previously assaulted the coolies, and the coolies being provoked then fell upon Mr. Clarke. Mr. Clarke was acquitted by Mr. Deare but Mr. Smith fined him in the sum of 16 Rupees. The punishment was light but the offence was light also being one of simple assault. But if the offence of Mr. Clarke was light that of the coolies was lighter because they assaulted on provocation. The coolies however were dealt with the utmost rigor. Mr. Smith was no doubt satisfied with the sentence he passed but Mr. Clarke was not. He filed an English petition to Judge Mr. Lawford for the case was not appealable, and filed along with the petition a copy of the *Patrika* which contained the notice of the case. Now it happened that when we noticed the case we said some good things of Mr. Smith and Mr. Clarke mainly depended upon this fact for the remission of his fine. He also partly depended upon the affectionate feeling which Mr. Lawford entertains for this paper as the nature of the feeling is well known and was probably known to Mr. Clarke. He argued at length that the *Patrika* is a rascally paper which noticed the case and this was his plea number one. His second plea was that there were good things spoken of Mr. Smith in that notice and Mr. Smith was "so elated" by the praise that he fined him. Upon these two important grounds, Mr. Clarke prayed for the remission of the fine. Mr. Lawford however rejected the petition and added the remark that Mr. Clarke should have not spoken so disrespectfully of the Magistrate. There the matter ended, and we do not know what further steps Mr. Clarke purposes to take.

Mr. Smith it appears has not magnanimously chosen to take any notice of the contempt of court which Mr. Clarke undoubtedly committed, but was Mr. Lawford guided by the same noble feeling? The petition was submitted to him and it was his clear duty to preserve the dignity of the court and not let off such insolence by a mild sermon.

Babu Boroda Nath Haldar, the Head master of the Normal school at Gowalpara has resigned his post under the *usual* circumstance; *i. e* he came in collision with a *shaheb*. Mr. Harvey, a lower Telegraph Officer, whether a European or Eurasian we do not know, has a peon, and that peon is of course very proud of his own position. So he naturally quarrelled with the Normal school boys for school boys generally are as quarrelsome as the peons of shahebs. The peon, feeling himself incapable of coping with so many, sought the assistance of his master, and the master well versed in the politics which the British India Government has all along faithfully pursued, of supporting its servants at whatever cost, accompanied the peon to chastise the boys. The masters intervened and Mr. Harvey, whose blood possibly always circulates very rapidly in his veins, abused the Teachers and boys. The Head master interposed and told him to hold his tongue The case was as usual referred to the District Committee, the European members as usual transferred the Head master, the native members as usual opposed and Babu Boroda Nath Haldar as usual resigned.

The following ably and humorously written account of a case appeared in the *Bombay Times* and we make no apology in reproducing it in extenso as it will amply repay perusal.

ON a sultry day in October last, a solitary horseman might have been seen by Mr G P. R. James, or indeed by anybody else who was near the spot, proceeding along the high road in Rajcote. The traveller was not thinking of anything in particular, and he paid no attention to a peon who might have been observed, by a more vigilant equestrian, washing his teeth at an old disused well by the roadside. The man on the horse and the man at the well were both unconscious that destiny meant to bring them in contact, and the former moved harmlessly and heedlessly past the latter. The horseman had not got very far, however, when he awoke to the consciousness of two things—that the peon whom he had passed had a bare back and that he himself held in his hand a magnificent horse whip. The conclusion was suggested by Fate—the back and the horse-whip were made for each other. He wheeled round, and gallopping to the back, laid on it the whip, which never before had been used on anything nobler than the hide of a horse. Four times it descended on the peon's person, and each time it left as a witness of its temper a splendid weal at least a foot long. This duty performed in golden silence—the solitary horseman never opened his lips during the whole transaction—Mr. Aston, the Rajcote Magistrate—for that was his name and station—rode on, rejoicing in having deserved well of his country and his God, to which and to Whom men who weakly humour natives and their prejudices are, as we all know very properly accounted Traitors.

Now, it never occurred to Mr. Aston that the individual whom he had horsewhipped was named Janki. Even if he had known it the difference might not have been much, unless he had been given to the consideration of abstruse semi-metaphysical distinctions. But if he were of a philosophical nature, he might have paused at the reflection that this particular peon was a personality—whose name was Janki, who as such had rights, and might, by possibility, be disposed to ask why those rights were disregarded on this particular day? And then Mr. Aston, while pausing at this thought, might have let his horse—whip drop from his hand when memory, coming to his aid, reminded him of the consequences which have followed blows struck with "a light heart," from the day when Moses struck the rock to our own. Tring, Wing,

and Ivanhoe, were lost for striking of a blow. A *coup d'eventail* changed Algiers from a den of pirates into a French province. The blows rained down by Mr. Aston transformed a peon into a Principle.

The Outraged Law, in the person of Janki, presented itself for three whole days at the door of Mr. Peile's Kutchery, and asked for admittance as a preliminary to demanding justice. Mr. Peile had no notion of giving either on compulsion, but the pertinacious Janki presented himself a fourth day, and though he could not get admittance, and was denied justice, he succeeded in extracting from the Political Agent the following mystic words, which were evidently expected to act as a charm and make Janki happy for ever after :—"The petitioner to be informed, the Station Magistrate states that you were cleaning your teeth in the well or on it. You should be careful not to spoil the water which Shaheb loquoes and others drink, then you will not be beaten again." The charm failed to work. Janki did not happen to have in his possession the copy of any Code of Laws known to mankind which would subject him legally to corporal punishment, without trial, for washing his teeth; and besides he looked upon the statement volunteered by Mr. Peile, that he had performed his toillette on the Saheb loques' water as in itself an injury and an insult, inasmuch as it was not true. He therefore requested to be favoured with a certified copy of Mr. Peile's "judgment" and formally tendered the proper fees, so dear to the official soul. This was the beginning of trouble to Mr. Peile. The Political's judgment was not his strong point. It was no wonder that he refused to give it. But Janki was inexorable; the four weals on his bare back urged him to revenge; his pound of flesh—justice—he was determined to have and as he could not get it in Kattywar, he resolved to seek it in Bombay.

To the Bombay Government Janki appealed, forwarding to His Excellency the Governor in Council through Colonel Walker, a statement of the fact—and a copy of Mr. Peile's "judgment.' For seven mortal months the august mind of His Excellency, aided by the practised intellects of all his advisers, has had the facts and surrounding circumstances of this most intricate case under its most serious consideration. The matters involved in it were, it must be admitted a little obscure. Has a Magistrate a right to horsewhip a man for cleaning his teeth in a way not sanctioned in Handbooks of the Toilette? Is a peon a man? Has he rights and immunities that a Magistrate in the Mofussil is bound to respect? The claim of a free-born citizen to wallop his own nigger has been sometimes admitted as a matter of course and sometimes very emphatically denied; clearly the question becomes complicated past all making out when the nigger walloped is neither your own nor anybody else's. Is Mr. Peile such a pillar of the State that to cast any doubt upon his judgment might bring the British Empire in India to an untimely end? Mr. Aston himself; has he got good friends whom it would be a sin to offend? Is he a jolly good fellow upon whom the utmost reliance could be placed whenever his evil stars did not bring about the conjunction of a brand new whip, a bare back, a disused well, and a lonely road? All these matters had to be weighed in the nicest of scales, and seven months were not a week too long to get at a satisfactory or safe result. Fourteen years, according to Faraday, have to be given up to the establishment of any new discovery in chemistry. Seven months ~~have~~ sufficed the Bombay Government to to establish this astounding truth—that Mr. Aston was wrong in thrashing Janki, and that Janki was served right in being thrashed by Mr. Aston. Allow the Government to formulate this theorem in its own words :—

"The petitioner should be informed that Government have signified their displeasure to Mr. Aston, and do not consider the petitioner is entitled to further redress." This oracular sentence constitutes the 3rd paragraph of a State Paper which is dated the 9th May. They "do not consider that the petitioner is entitled to further redress?" What redress then has Janki got? None at all, unless we are to assume that he is a peon of such a spiteful turn of mind that he will be consoled for his scored back by the reflection that the Sircar is "displeased" with Mr. Aston. But so improper a gratification of the worst feelings of his nature—supposing he has got them—should not be called redress. To us it would have occurred that the only questions involved were—Did A commit an aggravated and unprovoked assault on B? Did C refuse B justice out of regard for A? If A did assault B there were three courses open by law and custom, (1) to imprison A, or (2) to fine him, or (3) to make him give B proper compensation. The Government dexterously avoids following either of these three courses. As for the question which affects C—Did he refuse B justice out of regard to A?—in case of the answer being in the affirmative, only one possible course was open if the Government determined to do their duty and let the skies fall—to give him a wigging. But from that course likewise they shrank. In the whole of this tragi-comedy, which makes it difficult to know whether a well wisher of his country and of the Government ought to laugh or to cry, there is but one thing that is satisfactory—and that is, the stubborn persistence with which Janki asserted his claim to his legal rights. It is a good sign when unknown Mofussil peons rise to the level of principles. Mr. Aston has doubtless sold his horsewhip; he never will flog another peon with it.

English Policy in the East.—If Ireland had been governed as India is governed now the Irish could have never given so much trouble to the English, such is the sentiment of a book on Ireland published only the other day. The writer tries to prove that England always tried to raise the Irish in the scale of nations and the consequence was, the more generously the Irish were treated, the more ungratefully they acted towards England. They prayed for the redress of their grievance and their grievances were redressed; they prayed for more privileges which were granted, but the more the English yielded the greater became the demand of the ungrateful race. Wise in their experience of Ireland the British Statesmen will never commit the mistake in India which they committed in Ireland. Whatever philanthropists and good natured men might say, the sentiments of the present race of British Statemen are not much different from that what has been described by the author alluded to above. They will not encourage us to be clamorous by yielding to our clamors, they will not redress our grievances lest we increase in our demands. In other words British Statesmen have learnt by their experience of Ireland, that the best way of keeping a conquered country quiet is by keeping it continually under the thumb. The least relaxation is impolitic as it gives some advantage to the fallen which may never be recovered. If this be the real policy which England always means to observe in India, we can understand many acts of Government which before appeared to us as so many mysteries. We always believed that the new Criminal Procedure Code did not suit India because the people are a quiet set, and did not require stringent laws, but now we see that if the Code did not suit India, it suited the views of those Statesmen wise in their experience of Ireland. We now clearly see why the *prestige* of the Executive, from the Magistrate down to the constable, is always jealously guarded, why natives are jealously excluded from the higher posts of the Department, why men are put into Jail on the slightest occasion, and subjected to a thorough discipline; and why the well meaning clamorous Babus are so much disliked. In short the best way of keeping India quiet according to these experienced statesmen is to convert whole India into a Jail and the Babus into short term prisoners, subjecting the inmates to a thorough and rigorous discipline.

One strong idea influences the policy that is to be adopted in India, one idea, and that is that India must be retained at whatever cost, and not for a century or two but for ever and ever. So British Statesmen do not choose to relax the least hold upon us; so many there are who lament that they gave English education to the natives of India; so Lord Mayo said that England meant to retain India for ever and ever, and so by a series of politic measures the interests of both the people of England and India have been so blended together that the disseverance of the connexion of the two countries will injure the interests of both. English capitalists have been induced to lay out their capital in India, merchants have found a mart for their commodity in India and if India were to slip from the hands of England, both the merchants and capitalists would be ruined and the loss to England would be immense beyond calculation. On the other hand the Princes of India owe their present dominions to the suffrages of the English, the Zemindars owe their patta to the English, Indian Capitalists from the poorest who takes the help of the savings bank, up to the millionaire, have entrusted the British India Government with their money, and if the English were to leave India today all these would find themselves in a very uncomfortable position. The connexion between the two nations is disseverable and like that of the Siamese twins past remedy. But England to make things still more sure, guards with a jealous eye all the movements of the people from the Sovereign Princes down to the poorest wahabee. The Princes are guarded by Residents and spies, and the people by the Police and Magistrates. Native Newspapers are encouraged to a certain extent only that the innermost secrets of native society might ooze out through it; a vague law is enacted to suppress seditious speeches &c, the new Code allows the police power to disperse any assembly; indeed all that a shrewd and extremely vigilant people would do under the circumstance has been done. From the measures, many of them undoubtedly superfluous, adopted by Government to retain India, it would appear that the English though quite confident of their prowess is yet as if constantly afraid of losing India. One of the most potent means of rendering the people weak, adopted by politicians is by keeping the people aloof from each other. Divide and rule is a highly approved policy and it has been successfully carried out in this country. The Princes have been pitted against the Princes, Parsees against Mahamudans, Mahamudans against Hindoos, Eurasians against natives, Hindoostanees against Bengallees, subjects against their Sovereign Princes, and ryots against their Zemindars; and so successfully has this policy been carried out that there are intelligent men amongst us who have been deluded to render their help to favor it. But above all the whole nation has been disarmed and those who would fight cannot fight with swords against a people who deal in all the latest improvements in scientific warfare.

Thus there are two policies that have been adopted by British Statesmen to retain India, one is to disable the people for ever by disarming them, another to demoralize them by keeping them constantly under the thumb. The *Indian Daily News* in its Saturday issue very lucidly sets forth the last named policy. It says :

„It is astonishing that so few persons should possess sufficient insight to perceive that any description of foreign government will be simply impracticable in India, when once its people are really capable of understanding and exercising the privileges of free men, and that so long as English rule survives in this country, it must perforce continue to be essentially despotic. There may be ways of manufacturing ready-made civilised nations, which are unknown to students of history; but if past analogies are to be of any use in moulding Policy in India, the English occupation of India is wholly incompatible with that stage of progress in education which the Government has hitherto simulated in this country. It is frequently remarked that, if this country were a tabula rasa, and the Government had to recommence its work among the people, it would act wisely in delaying the consummation of the reign of law, and in letting high education await its creation at the hands of a regenerated people; but that having gone so far with law and education, the Government cannot now retrace its footsteps. Arguments of this description ignore the laws which govern the world and which avenge themselves on Governments that disregard them. There can, it seems to us, be but one way of working out any great political problem; and while, on the one hand, we fear that persistence in an erroneous course almost invariably involves some ugly retribution, on the other, the result of such persistence, even if there be no grand break-down and a compulsory retracing of a wrong cause, can at best be but a permanent compromise with evil, from which any highly satisfactory fruits are not to be expected."

So freedom of the people is incompatible with the possession of the country by English men. And because a thorough intellectual culture makes a man aspire after freedom the people must not receive a thorough culture. The *Indian Daily News* therefore proposes "the creation of a large number of executive offices presided over by Englishmen or Eurasians." He advocates also mass education for "a little reading and writing would harm no one and they might actually prove of some use." We said that one paramount consideration sways the feelings and sentiments of British Statesmen, and that consideration is that India must be for ever retained and every other consideration succumbs to it. They cannot afford to think whether this measure or that is just or unjust, calculated to do good or to injure India; their first consideration is whether it will help in any way in carrying out their one idea. If the measure can stand that test, then other considerations are brought into requisition. We said some time ago that any high morality in a nation of conquerors is out of the question and the *Indian Daily News* and the *Indian Mirror* did not at all like our sentiments but see where a thirst after *loot* leads a nation to. Murder is a great sin and a conqueror must necessarily first of all spill an ocean of innocent blood and ruin hundreds of thousands of men. But here his sin does not end but commences. He tries to emasculate a nation that it may never grow physically, intellectually and morally. He murders a nation by a process of slow and painful death. He encourages the people to fall a gradual fall, he discourages any attempts after progress and that sometimes by incarceration and death. Indeed he turns a demon as described in Christian mythology. What penance can obliterate such a stain? Can the abolition of the slave trade from the marts of Zanziber wash away such a sin? The Irish rebelled against the English and the consequence is that India is made to suffer. God Almighty help India for she is past the help of her own children!

আজ কাল ফিরিঙ্গিদিগের বড় বাড়াবাড়ী। ডেলিণ্ডিউস সম্পাদক ক্রমে ক্রমে ফিরিঙ্গিদিগের কাগজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক জন বলেন যে কিছু কাল পরে তাঁহারা ইংরেজ দিগকে তাড়াইয়া দিবেন অতএব এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদের প্রতি কিছু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ফল ফিরিঙ্গিদিগের এ দেশে অবস্থা নূতন রকমের। পারসিগণ যখন এদেশে বাস করেন তখন তাঁহারা তঁহাদের সামাজিক নিয়ম গুলি পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা অন্য জাতির সঙ্গে তাহাদের শোণিত মিশ্রিত করেন না, সুতরাং তাহারা উত্তম আছেন ও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতেছেন, কিন্তু ফিরিঙ্গিরা এ দেশের নীচ লোকের সঙ্গে মিশিয়া ক্রমেই হীন দশা প্রাপ্ত হইতেছেন। সমাজ সংস্কারক মহাশয়েরা এই এক উদাহরণ দ্বারা কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এখন এই ফিরিঙ্গিদিগকে ইংরাজেরা ঘৃণা করেন, এদেশীয়রা ঘৃণা করেন, এমন কি দেশীয় খৃষ্টিয়ানেরা পারত পক্ষে তাহাদের সহিত মিশিতে চান না। কিন্তু ইংরাজে পদাঘাত করিলেও ফিরিঙ্গিদিগের ইংরাজ ব্যতীত আর উপায় নাই। ইংরাজগণও মনে মনে ভাবেন যে এ দেশীয়গণ ফিরিঙ্গি জাতিকে এ রূপ ঘৃণা করে যে দুর ছাই করিলেও তাহাদের আর কোথায় যাইবার যো নাই। মুসলমানদিগের সহিত আমাদের আত্মীয়তা হয় ইহা প্রার্থনীয় ও ইহা সম্ভব পর, কিন্তু ফিরিঙ্গি দিগের সহিত আমাদের আত্মীয়তা কি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর? ফিরিঙ্গিদিগের সংখ্যা এত কম যে তাহারা পৃথকরূপে যে এক জাতি হয়েন তাহা হইতে পারেন না, এক শ্রেণীর সহিত তাহাদের মিশিতেই হইবে, অথচ কেহ তাহাদের লইতে চাহে না। তাহাদের ক্রমে ক্রমে যে রূপ হীন দশা হইতেছে তাহাতে একটা কিছু না করিলেও তাহাদের ভাল হইবে না। আমাদের বিবেচনায় তাহাদের শোণিতের সহিত এখন সতেজ ও পরিষ্কৃত শোণিত মিশাইতে পারিলে তাহারা উদ্ধার হইতে পারেন। তাহাদের অষ্ট্রেলিয়ায় যাওয়া কর্ত্তব্য, সেখানে লোকের অভাব, তাহারা আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। অষ্ট্রেলিয়া খুব নিকটে, এমন কি তাহারা চেষ্টা করেন যদি তবে সেই সরকারের ব্যয়ে সে দেশে যাইতে পারেন।

আমরা গোয়ালপাড়া হিত সাধিনী নামক এক খানি পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা ভরসা করি এখানি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে।

আমরা কোর্ট ফিস্ সংক্রান্ত এক খানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। উহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কোর্ট ফিস্ প্রচলিত হইয়া লোকের কোন রূপ সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক বরং পদে পদে অসুবিধা হইতেছে। ভরসা করি গবর্ণমেণ্টের এ দিকে দৃষ্টি পড়িবে।

গত কল্যের কলিকাতা গেজেট পাঠে জানা গেল যে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ধান্যের আবাদ যেরূপ হইয়াছে এরূপ প্রায় অনেক বার হয় নাই। যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে যদি মাঝে মাঝে এরূপ বৃষ্টি হয় তবে অতি উৎকৃষ্ট আশু ধান্য হইবে। সর্ব্বত্রই চাসাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে।

বোম্বইয়ের এক জন প্রধান লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর নাম ডাক্তার ভদাজি! ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাঁর তুল্য বিদ্বান অতি কম লোক আছেন। ইউরোপেও ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। ইনি এক জন গরিব ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহার পিতা সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন। ভদাজী ইহার নিকট হইতে অনেক শাস্ত্রীয় বার্ত্তা পরিজ্ঞাত হন এবং সেই সকল প্রকাশ করিয়া তিনি জগত বিখ্যাত হইয়াছেন। ভদাজি অতি সচ্চরিত্র লোক ছিলেন এবং যাহার সংস্রবে এক বার আসিতেন তাহারই মন আকর্ষণ করিতেন। ৫১ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সংবাদ।

—মিবারের লাহোরস্থ সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে বারানশীর বাবু হরিশ্চন্দ্র একটী কাপড়ের কল আনাইতেছেন। যে সমুদয় প্রধান লোকেরা এই রূপ কল বিলাত হইতে আনাইয়া এখানে বস্ত্র প্রস্তুত করিবেন, তাহারা শুদ্ধ বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিবেন না, দেশেরও অশেষ মঙ্গল সম্পাদন করিবেন।

—দিল্লি গেজেটের এক জন সংবাদদাতা এই সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। একটি ছোট লোকের ছেলের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ছোট লোকের মধ্যে যেমত রীতি আছে তাহার পিতা একটী মাদুরে বাঁধিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দেয়। সাত দিন পরে কয়েক জন চাসা একটু দূরে মনুষ্যের কাতরোক্তি শুনিতে পায়। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া দেখে যে উক্ত বালকটী মরার ন্যায় পড়িয়া চিঁচিঁ করিতেছে এবং কতক গুলি কাক আস্তে২ খেদাইতেছ। কাক গুলি তাহাকে মরা বিবেচনা করিয়া খাইবার উদ্যোগ করিতেছে। চাষারা তাহাকে তুলিয়া বাড়ী লইয়া যায় এবং তাহার পিতা মাতা খবর পাইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে পুলিশ এই খবর পাইয়া বালকটীর পিতার নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করে যে সে তাহার জীবিত ছেলেকে জলে ফেলিয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট এ মকদ্দমা গ্রহণ করেন নাই।

—আসাণ্টির রাজা গোলড্ কোষ্টে তাহার পুত্রকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। সময়ে হয় ত ইংরেজরা ইহাকে একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী দিবেন।

—কাপ্তেন ক্যাম্বেল নামক আর এক জন ইংরেজ সত্বর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ইনি ত আমাদের ক্যাম্বেল সাহেবের সম্পর্কীয় নন?

—শুনা যাইতেছে রুসিয়া রাজ দুহিতা অন্তঃস্বত্বা হইয়াছেন। মধ্যম কুমারের সহিত ইহার পাঁচ মাস মাত্র বিবাহ হইয়াছে।

—আসাণ্টি যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষ সার গার্ণেট ওলসেলী বলেন যে আসাণ্টি রাজ্যে মাচ মাংসের পরিবর্ত্তে লোকে শামুক খায়। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা বলবান এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আসাণ্টিরা পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত। তাহাদের ঈশ্বর মঙ্গলময় নহে, অমঙ্গলময়। পৃথিবীতে এমন জিনিস নাই যাহা তাহারা পূজা না করে। মনুষ্য বলিদান তাহাদের অত্যন্ত প্রচলিত। শুক্রবার ও রবিবার ভিন্ন আর প্রতি বারেই ৮।১০ জন মনুষ্যকে বলিদান দেওয়া হয়। আসাণ্টির রাজা এই প্রথা উঠাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

—মোঙ্গলিয়ার লোকদিগের বিশ্বাস যে ইংলণ্ড রুসিয়ার অধীন। ইংলণ্ড যেরূপ রুসিয়াকে ভয় ও খোসামোদ করেন তাহাতে সহসা এই বিশ্বাস আসিতে পারে।

—বিক্টরিয়া সিবিল সর্ব্বিসের জন্যে এক জন চীন দেশীয় ছাত্র উপস্থিত হন। তিনি গ্রিক, লাটীন-ইংরেজী এবং অঙ্ক শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—লণ্ডনের এলফিনষ্টন কম্পানি শ্যামের রাজার জন্য এক খানি রূপার বাসন প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা ১৫০০ আউন্স ভারি এবং উহার মূল্য এক লক্ষ টাকা।

—ব্রিটীশ সৈন্যের মধ্যে পাঁচ জন য়িহুদীয় আছেন। ইহাদের দুই জনকে সম্প্রতি বিশেষ সম্মান করা হইয়াছে।

—সর্প দংশনের ঔষধের আর পরিসীমা নাই। মান্দ্রাজ টাইমসে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে তাহার এক খানি পাথর আছে তাহা দ্বারা তিনি সর্প দংশন আরোগ্য করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় পরীক্ষা করিতে গেলে সর্পের কোন ঔষধই খাটে না।

—ঢাকাপ্রকাশ বলেন, ত্রিহুতে এক জন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একবার সরকুটে বহির্গত হইয়া কয়েক জন সাপুড়িয়াকে সাপ খেলাইতে দেখেন এবং উহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা দেন। উহারা শুনিবা মাত্র সর্প গুলাকে ফেলিয়া পলায়ন করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সকল খল জন্তুকে লইয়া হাজতে দেন। আদালতে কেহ তামাক খাইতেছে দেখিতে পাইলে সাহেব চাপরাশি পাঠাইয়া গুড়গুড়ী গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া গরিব গুড়গুড়ীর হাজত দিতেন!

—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শত করা ৪ টাকা সুদে আড়াই কোটি টাকা কর্জ্জ করিবেন। ৫০০ এবং তদতিরিক্ত টাকা কর্জ্জ লওয়া হইবে। এই নিমিত্ত ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট টেণ্ডার লইবেন। টাকা চারি কিস্তিতে দিতে হইবে, অর্থাৎ আগষ্ট, সেপ্টম্বর, অক্টবর এবং নবেম্বর মাসের প্রথমে। যাহারা সকল অপেক্ষা বেশী টাকা দিতে পারিবেন তাহাদের টেণ্ডারই গ্রাহ্য হইবে।

—গাজিপুরে এবার গত বর্ষ অপেক্ষা বেশী আফিং হইয়াছে। বোধ হয় ত্রিশ হাজার সিন্দুক আফিং পাওয়া যাইবে।

—গোয়াটিমালা নামক আমেরিকার কোন স্থানে এক জন ইংরাজ ভারি অপমানিত হইয়াছেন। মাজি সাহেব নামক একজন ইংরেজ সেখানে ব্রিটিশ রাইস কন্সাল পদে নিযুক্ত ছিলেন। গোয়াটিমালার সৈন্যাধ্যক্ষ সেনর গনজেলেসের সঙ্গে তাহার বনিত না। তিনি এক দিবস মাজি সাহেবকে তাঁহার সমীপে আসিতে হুকুম করেন, কিন্তু সাহেব তাহার পা খোড়া এই আপত্তি করিয়া উপস্থিত হননা। ইহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার অধীনস্থ সৈনিক পুরুষদের প্রতি হুকুম দেন যে মৃত কি জীবিত যে কোন অবস্থায় মাজি সাহেবকে তাহারা তাঁহার নিকট হাজির করে। তাহারা মাজি সাহেবকে ধরিয়া আনিলে প্রথম তাহাকে পিস্তলের গুতা মারিয়া যতপরোনাস্তি অপমান করা হয়। তৎপরে তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবার ভয় দেখান হয়। কিন্তু সেখানে অন্যান্য কর্ম্ম চারী যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা মাজিকে বধ করিতে নিষেধ করায় সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে চারিশত বেত্রাঘাত করার হুকুম দেন। দুই শত বেত্রাঘাত তাহার পীঠে পড়িলে প্রধান গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সমুদয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে।

—সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ডিগ্রী অর্থাৎ বি এ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হয় এবং ক্রিক নামক এক জন সাহেব বলেন স্ত্রীলোকদিগকে কোন উপাধি না দিয়া তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে এক খানি সুখ্যাতি পত্র দিলেই প্রচুর হইবে। তাহার বিবেচনায় স্ত্রীলোকেরা যদি ব্যাচিলার অব আর্টস্ প্রভৃতি আখ্যা ধারণ করে তাহা হইলে শুনিতে ভারি হাস্যাস্পদ হইবে। এসম্বন্ধে তাহার বিশেষ আপত্তি এই যে পুরুষদিগের প্রতিযোগী হইয়া যদি স্ত্রী লোকে পরীক্ষা দেয় তবে তাহাদের প্রধান ভূষণ সুশীলতার অনেক হ্রাস হইবে এবং স্ত্রী জাতির সুশীলতার অনিষ্ট হইলে, মনুষ্য জাতির বিশেষ অনিষ্ট হইবে। ইলিয়াট নামক এক জন সাহেব বলেন যে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু অনেক স্ত্রী লোক আছে যাহাদের পুরুষের ন্যায় অনেক গুণ আছে। তাহাদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এবং সম্ভবতঃ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যরা দেখিবেন যে বিলাতি স্ত্রীলোক মাত্রেরই পুরুষের ন্যায় বল বীর্য্য, বুদ্ধি, তাহারা পুরুষের ন্যায় চসমা চক্ষে দেন, ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করেন, নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, সুতরাং তাহাদিগকে নিতান্ত সেকেলে স্ত্রী জাতির মধ্যে পরিগণিত করা যায় না এবং পূর্ব্বে যে নিয়মানুসারে স্ত্রী জাতিকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ ছিল এক্ষণকার স্ত্রী জাতির উপর সে নিয়ম আর খাটে না।

—কাটল ফিশ নামক একরূপ মৎস্য সমুদ্রে বাস করে। উহা সচরাচর দেখা যায় না। গত ১০ মে বঙ্গ উপসাগরে এক খানি জাহাজের লোকেরা এই রূপ একটি মৎস্য দেখিতে পায়। উহার শরীর জাহাজ অপেক্ষাও বৃহৎ বোধ হইয়াছিল। এক ব্যক্তি উহাকে গুলি করেন। মৎস্যটি গুলি খাইয়া জাহাজ মুখ আসে এবং উহার শরীরের আঘাতে জাহাজ ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ক্রমে মৎস্যটি জাহাজের উপর তাহার কতক শরীর উঠাইয়া দেয় এবং অবিলম্বে জাহাজের পাল, মাস্তুল, হাল সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলে। একটু পরে জাহাজটি জল মগ্ন হয় এবং কেবল এক ব্যক্তি ভিন্ন আর সকলেই সমুদ্রের গর্ভে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

—পাবনা, মালঞ্চি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—"ময়মান সিংহে এক দিবস ৫ টাকা চাউলের দর হওয়ায় প্রায় ৩। ৪ শত লোক জজ এবং কালেকটর সাহেবের নিকট যাওয়ায় কালেকটর সাহেব তাহাদিগকে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং তিনি মহাজনদিগকে চাউল কিনা বন্ধ করিয়া এই হুকুম দিয়াছেন যে ২॥০ টাকা ৩৲ টাকা মূল্যের অধিক কেহ চাউল বিক্রয় করিতে পারিবে না। এক দিবস কাছাবীর ঘাট দিয়া চাউল বোঝাই ৩ খান নৌকা যাইতে ছিল, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত গণ ঐ তিন খানি নৌকা একেবারে লুঠ করিয়াছে। এই মালঞ্চি গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল সরকার একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি শিল্প বিদ্যায় যে রূপ পটু শিক্ষার্থীদিগকে যদি মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা দেন তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। পাবনার অধীন মণীদহ, কদমতলা গ্রামে বড়ই ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছ। কয়েক দিবস হইল ২ জন লোককে আহত এবং এক জন রাখালকে হত করিয়াছে! স্থানীয় মাজিষ্টেটের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি শিকারীগণকে উৎসাহ দিয়া শীঘ্র ব্যাঘ্র গুলি বিনাশ করেন।"

—কাছাড় হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে সেখানে "দুর্ভিক্ষের আনুষঙ্গিক দস্যুভয় ক্রমশ প্রবল হইতেছে। শালচাপরা নিবাসী অরুমিয়ার বাড়ীতে ২৫০০ টাকার জিনিষ অপহৃত হয়। তাহাদের সঙ্গে তিনটি মশাল ছিল। তারাপুরের এক জন সূচিকর্ম্মকর সিতলপাটীর একটি বারাঙ্গনার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল এমন সময় একজন লোক কুদালি দ্বারা উভয়ের হাত পা কাটিয়া ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

—ইংলিশম্যান সান্‌পেও নামক পত্রিকা হইতে এই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক ব্যক্তির বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেক যত্নে নিকটস্থ গ্রামে একটি কন্যা পাওয়া যায়। বিবাহের দিন স্থির হয়। বরের বাড়ীতে কন্যা লইয়া বিবাহ দেওয়া সাব্যস্ত হইল। কন্যাকে একখানি চেয়ারের উপর বসাইয়া কয়েক জন কুলি দ্বারা বরের বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে একটি আঙ্গুরের বাগান ও নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। এই জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইলে চেয়ার খানি অত্যন্ত ভারি ঠেকিতে লাগিল, কিন্তু কুলিরা ভাবিল যে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ওরূপ বোধ হইতেছে। ক্রমে বরের বাড়ি কুলিয়া আসিয়া চেয়ার নামাইল এবং চেয়ার যে কাপড় দ্বারা ঢাকা ছিল তাহা উঠাইয়া দেখা যায় যে উহাতে দুটি কন্যা বসিয়া আছে এবং তাহাদের দেখিতে ঠিক এক রকম। সকলেই দেখিয়া অবাক! কিন্তু কোনটি যে বিবাহের পাত্রী তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলনা। বিবাহ বন্ধ হইল। কন্যার মাতাকে তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হইল। কন্যার মাতা [illegible] আসিয়াও চিনিতে পারিল না যে কোনটি তাহার নিজের মেয়ে। মহা হুলুস্থুলু বাধিয়া গেল। কন্যাটীর নাম ধরিয়া ডাকা হইল উভয়ই "কি" বলিয়া উত্তর দিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে প্রকৃত বিবাহের পাত্রী কে? উভয়ই উত্তর করিয়া উঠিল 'আমি।' এও যখন হাসে ওও তখন হাসে, এও যখন কথা কয় ওও তখন কথা কয়, উভয়ের বাহ্যিক হাব ভাব সমুদয় এক রকম। কন্যার মাতা এক ফিকির বাহির করিলেন। তাহার কন্যা এক দিনে তিনটী কাপড় বুনিতে পারে, অতএব যে উহা না পারিবে সেই কৃত্রিম কন্যা। তাঁত আনা হইল এবং উভয়ই প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাপড় বুনিতে লাগিল। কিন্তু যে রাত্রি হইয়াছে আর উভয়েরই ঠিক এক সময়ে তিন খানি কাপড় বুনা শেষ হইল। আপাতত বিবাহ স্থগিত রহিয়াছে এবং মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বিষয় খবর দেওয়া হইয়াছে।

—কাপ্তেন মারিসন নামক এক জন স্পিরিচিউয়ালিষ্টের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার ভবিষ্যত গুণিবা ক্ষমতা ছিল। ইহার গণনা অনেক খাটিয়া গিয়াছে। অনেকে ইহাকে যাদুকর বলিয়া জানেন, কিন্তু যাহারা ইহাকে বিশেষ করিয়া চিনিতেন তাহারা ইহাকে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন। এগার বৎসর হইল সার এডওয়ার্ড বেলচার ইহাকে জুয়াচোর বলেন। কাপ্তেন এই নিমিত্ত তাহার নামে নালিশ করেন। কুইন্স বেঞ্চে বিচার হয়। উভয় পক্ষই ইংলণ্ডের প্রধান দুই জন বারিষ্টার সমর্থন করেন। লর্ড লিটন, আর্ল উইনটন প্রভৃতি প্রাধান প্রধান লোক কাপ্তেনের পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং তাহারা সকলই স্বীকার করেন যে মরিসনের প্রকৃত অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তিনি জুয়াচুরী করিয়া কাহাকে ঠকান না। বিচারপতি এই রায় প্রকাশ করেন যে কাপ্তেন জুয়াচোর নহেন।

—পাঠকগণের স্মরণ আছে সার চার্লস মরডণ্ট তাহার স্ত্রীর নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করেন যে তিনি মহারাণীর প্রথম পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের সহিত ভ্রষ্টাচারী হইয়াছেন। মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে লেডি মর্ডাণ্ট উন্মাদ হইয়া উঠেন। সার চার্লস ইহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আবেদন করেন এবং সেই মকর্দ্দমা এখনো চলিতেছে। অতি সত্বর ইহার মীমাংসা হইবে এবং এই মকর্দ্দমা হইতে সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলাদিগের সংক্রান্ত এরূপ কতক গুলি ঘটনা বাহির হইবে যাহা শুনিলে হিন্দু হৃদয় চমকিয়া যাইবে। রেবারেণ্ড হল নামক এক জন গণ্য মান্য পাদরী ও তাহার স্ত্রীকে ভ্রষ্টা বলিয়া পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অভিযোগ করেন, কিন্তু তিনি এই অভিযোগ উঠাইয়া লইয়াছেন এবং যদিও তিনি সপথ পূর্ব্বক বলেন যে তাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা তবু তিনি পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজ সমাজে পাদরী সাহেবের এই নিমিত্ত কিছু মাত্র কলঙ্ক হয় নাই। তিনি সত্বর সেণ্ট জেমস্ হলে একটি বক্তৃতা করিবেন এবং উহা শুনিতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইবেন।

—কিছু দিন হইল পঞ্জাবের দুই জন লেওয়ে কর্ম্মচারী খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হন। ইহাদের এক জন পুনরায় জোর্ডানের জল মাথায় দিয়া পৈতৃক ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে মুসলমান ধর্ম্মে মজা নাই।

—রংপুর, নবাবগঞ্জ হইতে বাবু গোবিন্দ লাল মজুমদার লিখিয়াছেনঃ—"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত জ্যাক্‌সন সাহেব বাহাদুর নাকি আমাদের এই দুর্ভাগা জিলায় একটী বড় রকম দিঘী খনন করিয়া দেওয়ার জন্য অতি সত্বর গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিবেন। যদি তাঁহার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে মহাত্মা জ্যাক্‌সন আমাদের এই রাহুগ্রস্থ রঙ্গপুরের সম্পূর্ণ মুক্তিদাতা। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার এই মহৎ অভিপ্রায় যেন পূর্ণ হয়।"

—কলিকাতার উত্তর বিভাগের পুলিশ মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি একটী অদ্ভুত বিচার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। পুলিশের লোকে ৬০ জন গাড়োয়ানকে ধরিয়া আনিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করে। মাজিষ্ট্রেটের সময় কম, সুতরাং তিনি গাড়োয়ানদিগের জনে২ বিচার না করিয়া তাহাদিগকে দুই দলে বিভাগ করিয়া বিচার করেন। এক দলে কুড়ি জন পড়িল আর এক দলে চল্লিশ জন। সাক্ষী জবানবন্দি করিতে অনেক বিলম্ব হইবে এই জন্য মাজিষ্ট্রেট কাহার সাক্ষ্য লইলেন না এবং শুদ্ধ পুলিশের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সকলকেই শাস্তি দিলেন। কাজির বিচারও এই বিচার প্রণালীর নিকট পরাজয় মানিয়া যায়।

—ইংলিশম্যান বলেন যে কলিকাতার পুলিশ কমিসনার ও ডেপুটি কমিসনারে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে। আজ কাল সাহেবে সাহেবে লড়াই কিছু সাধারণ হইতেছে।

—বেঙ্গল টাইমস্ বলেন রংপুরের জজ লিবিন সাহেব তাহার কর্ম্ম হইতে একেবারে অবসর লইতেছেন।

—এখন প্রায় বৎসর বৎসর নূতন নূতন ধুমকেতু দেখা দিতেছে। কিছু দিন হইল প্রোফেসর উইনেক দুইটী এবং মেঃ কগি একটী ধুমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন।

—বেহার ঘোড়া ও খচ্চরময় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে তিন হাজার সহিশ আনাইতেছেন। কলিকাতায় প্রায় সমুদায় সহিশ বেহার অঞ্চল হইতেই আসে, সেখানে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে সহিশ আনার কি প্রয়োজন ছিল জানি না। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে দেশান্তর হইতে লোক আনাইয়া গবর্ণমেণ্ট আরো গণ্ডগোল বাধাইতেছেন।

—গত বৎসর যেরূপ কম বৃষ্টি হয়, ১৮৩৭ অব্দের পর এত কম বৃষ্টি কোন বৎসর হইতে দেখা যায় নাই। গত বৎসর মে মাসে যেরূপ গ্রীষ্ম পড়ে এরূপ উনিশ বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই এবং গত জানুয়ারী মাসের ন্যায় শীত কখন কেহ অনুভব করে নাই! বাঙ্গলার ভৌতিক পরিবর্ত্ত দেখিয়া কেহ কেহ অনুভব করেন যে ইহার অধিবাসীদিগেরও সত্বর কোন না কোন প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইবে।

—সার রিচার্ড টেম্পলের হিসাব বোধ চির কালই সমান। লর্ড মেওর সময় তিনি এক হিসাব বাহির করিয়া বলেন যে গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় ঢের বেশী পড়িবে এবং ট্যাক্‌স না বাড়াইলে গবর্ণমেণ্ট দেউলে হইয়া যাইবেন। কিছু দিন পরে প্রকাশ পাইল যে সার রিচার্ড টেম্পলের ঠিক দিতে ভুল হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টের টাকার অনটন দূরে থাকুক গবর্ণমেণ্টের তহবীলে ষোল কোটী টাকা মজুত আছে। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধেও সার রিচার্ড টেম্পল সেই রূপ হিসাব পত্র দিতেছেন। পূর্ব্বে তাহার রিপোর্টে লিখিত হয় যে মে মাসের মাঝামাঝি ১৬৮০০০০ মোন চাউল দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আবার তাহার গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে ১৫ই মে পর্য্যন্ত ৫৬০০০০ মোন চাউলের বেশী ব্যয় হয় নাই। দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যেরূপ চাউলের ছড়াছড়ি ও অর্থ নাশ হইতেছে তাহাতে যে এই রূপ হিসাব মাঝে২ দেখা যাইবে তাহা এক রূপ অনুভব করা যাইতে পারে।

—কর্প্পূরতলার বাজার স্বাস্থ্য লাভ করিবার কথা পূর্ব্বে শুনা যায় কিন্তু এক্ষণ তাহা মিথ্যা বোধ হইতেছে। তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন এবং এক দিন জানালা খুলিয়া বাহিরে লম্ফ দিয়া পড়িয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। মদেই ইহাকে সর্ব্বনাশ করিল।

—বেঙ্গাল ব্যাঙ্কের সুদের দর শত করা দুই টাকা কমিয়া গিয়াছে।

—যে সকল স্থূলকায় ব্যক্তি ক্ষীণকায় হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের নিমিত্ত একটী শুভ সম্বাদ। একখানি নিউইওর্ক পত্রিকায় এই বিবরণটী লেখা হইয়াছে। এক ব্যক্তির শরীরে অত্যন্ত মাংস বৃদ্ধি হয়। এমন কি তাহার শরীর নিয়া চলা ফেরা ভার হইয়া উঠে। তিনি হোয়াইটহলে উপস্থিত হইলে এক জন ডাক্তার তাহাকে ক্ষীণকায় করিয়া দিতে চাহেন, কিন্তু বলেন রোগীর তাহাতে কিছু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। স্থূলকায় মনুষ্য বলিলেন তিনি সকল রকম কষ্ট সহ্য করিতেই প্রস্তুত আছেন। ডাক্তার তাহাকে একটি টেলিগ্রাফ আফিশে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহার গাত্র হইতে সমুদায় বসন গুলি খুলিয়া লওয়া হইল এবং একটি বিদ্যুতের যন্ত্রে অনেক গুলি তার লাগাইয়া তারের প্রান্ত ভাগ গুলি তাহার শরীরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ঐ তার দিয়া তাহার শরীরের মধ্যে বিদ্যুত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। রোগী যন্ত্রণায় মুখ বিকটাকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেন। একটু পরেই শরীর কমিয়া যাইতে লাগিল, তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণকায় হইতে লাগিলেন এবং তাহার গায়ে যে একটি কামিজ ছিল তাহা ঝুলিয়া পড়িল। স্থূলকায় মনুষ্যের আনন্দ আর ধরে না। তাহার শরীরে বিদ্যুত রাশি প্রবেশ করিয়া তাহাকে অশেষ কষ্ট দিতে লাগিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। একটু পরে বিদ্যুতের যন্ত্রে ভয়ানক একটি শব্দ হইল। ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতে পাইলেন যে নিউইওর্ক আফিশ হইতে এ শব্দ আসিতেছে। টেলিগ্রাফ যোগে তিনি নিউওর্ক আফিশের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে বিষয়টা কি? তাহারা উত্তর দিল যে শীঘ্র তার কাটিয়া দাও, নচেৎ মানুষের চর্ব্বিতে তাহাদের আফিশ পরিপূর্ণ হইল। ডাক্তার তাড়া তাড়ি স্থূলকায় মনুষ্যের গাত্র হইতে তার গুলি কাটিয়া দিলেন এবং রোগী আনন্দে নৃত্য করিতে২ বাড়ি প্রত্যাগমন করিলেন।

—চিনেরা কাসগার এবং কালডসা আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। কাসগারের আমীর রুসিয়ার সাহায্য লইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। বোধ হয় রুসিয়া এই সুযোগে চিন দেশেও প্রবেশ করিবে।

—কলিকাতায় কাষ্টম কলেকটরের নিকট কোন বিষয়ের আবেদন করিতে হইলে তাহাতে রসিদের টিকিট লাগাইয়া দেওয়ার যে প্রথা ছিল তাহা আগামী ১লা জুন হইতে উঠিয়া গেল। এখন উহার পরিবর্ত্তে এক আনা কোট ফি ব্যবহার করিতে হইবে।

—আগামী জুলাই মাসে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ্জ স্মিথ সাহেব বিলাত গমন করিতেছেন। ইহার স্থানে লেথব্রিজ সাহেবের নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শুনা যাইতেছে লেথব্রিজ সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিনসিপাল হইতেছেন, সুতরাং ফ্রেণ্ডের সম্পাদক কে হন তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

—বাঙ্গালোরের এক জন সাহেব একটি অশ্রুতপূর্ব্ব অভিযোগ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুন তাহার বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় তিনি মিউনিসিপালিটির বিরুদ্ধে এই ক্ষতি পূররণের নালিশ করিবেন। সাহেবকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

প্রেরিত।

কোর্টফিস ষ্টাম্প।

আপনি বলিতে পারেন, কি জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বকার ষ্টাম্পের পরিবর্ত্তে, এই ষ্টাম্প প্রচলিত করিয়াছেন? আপনারা সহরে থাকেন ও মোকদ্দমা মামেলার বড় ধার ধারেন না, সুতরাং এই ষ্টাম্পের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় সম্পূর্ণ না জানিবার সম্ভাবনা এবং তাহা জানিয়াই বা কি প্রকারে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। অতএব প্রথম এই জগত বিখ্যাত কোর্টফিস ষ্টাম্পের আকৃতির বিষয় বিবরণ করি। ইহার আকৃতি ডাকের টিকিট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। ইহাতেও ডাকের টিকিটের মত মহারাণীর মুখাবয়ব অঙ্কিত আছে এবং মূল্য অনুসারে ইহাও ঐ ডাকের টিকিটের ন্যায় নানা রঙ্গ ধারণ করে। এই পর্য্যন্ত ইহার আকৃতি সম্বন্ধে। এক্ষণে ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু প্রকৃতির বিবরণ কিঞ্চিৎ স্থান আবশ্যক করিবে এবং তাহা দফায় দফায় লিখিবার প্রয়োজন হইতেছে।

১। ইহার এক খানার সহিত অপর খানা অতি সহজে মিলিত হইয়া একাঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য হয় সুতরাং একের স্থানে দুই খানা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

২। ইহারা স্বভাবতঃ বড় ক্রীড়াসক্ত ও কৌতুক প্রিয়। কারণ ইহারা দেখিতে দেখিতে লুক্কায়িত হয়। এই দেখ্‌চেন এই নাই। খুজুন খুজিতে২ যখন আপনি ক্লান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, হয় ত দেখিবেন আপনার গায়ের চাদরের উপরে উহা বিরাজ করিতেছে।

৩। ইহারা আমলাগণের বশীভূত ও অনুগত, কারণ আমলাগণ ইচ্ছা করিলেই ইহাদিগকে হস্তগত করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে।

৪। ইহারা সততই গবর্ণমেণ্টের হিতসাধনে ব্রত। কারণ এই ষ্টাম্প ব্যবহার করিতে কাগজের সাহায্য আবশ্যক করে। যেমন ব্যঞ্জন বর্ণ স্বর বর্ণের বিনা সাহায্যে উচ্চারিত হইতে পারে না তেমনি এই ষ্টাম্প গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত করা কাগজের বিনা আশ্রয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে না। আবার দেখুন, হারাইয়া গেলে অথবা আমলারা চুরি করিলে, আহেলা মামলা পুনরায় মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়।

৫। ইহারা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। অনেক পূজা স্তব স্তুতির পর ইহা দের পাওয়া যায়। এই ষ্টাম্প জন্ম গ্রহণ করাবধি বেণ্ডরদিগের কমিসনের রীতি উঠিয়া গিয়াছে এবং এই সকল ষ্টাম্প বিক্রয়ের ভার আমলার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইহা কেবল দুই স্থানে বিক্রয় হয় ও দুই জন আমলায় বিক্রয় করে। এক জন কালেকটরিতে আর এক জন ফৌজদারিতে। ফৌজদারিতে মোট ১৫ টাকার ষ্টাম্প বিক্রয় হয়, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং তৎপরে কালেকটরি হইতে আনা ভিন্ন আর উপায় থাকে না। এই আমলাগণ ইহা বিক্রয় জন্য পৃথক বেতন পায় না অথবা ইহাদিগকে কোন কমিসন দেওয়া হয় না। ইহা বিক্রয় করা এই আমলাগণের অতিরিক্ত কার্য্য সুতরাং স্বভাবতই এই কার্য্য ইহারা সন্তোষের সহিত করে না। প্রায়ই ইহারা অনবকাশের আপত্তি করেন ও বহু সংখ্যক আহেলে মামলা তাহাদের দ্বারা দণ্ডায়মান হইয়া কাতর ভাবে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। কালেটরি আদালত হইতে কত দূর তাহা মহাশয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। ৪। ৫ বার করিয়া যাওয়া আসা না করিলে কেহ ষ্টাম্প পায় না। কেহ কেহ এমন দুর্ভাগ্য যে এত পরিশ্রম ও ক্লেশ লইয়াও আদপে কৃতকার্য্য হয় না, পূর্ব্বে ১০। ১২ জন বেণ্ডার এই কার্য্য করিত, এক্ষণে এক জন আমলা, তাহাও আবার অবসর মতে, সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, ইহা কি কখন সম্ভব?

৬। এই ষ্টাম্প খরিদ করিতে অনেকে পাঁচ টাকা দিয়া ২ টাকার মূল্যের ষ্টাম্প পান, কেহ ১০ টাকা দিয়া ৫ টাকা মূল্যের এক খান পান। অনেকেই ইংরেজী জানে না সুতরাং সাপ কি ব্যাং পান তাহার বিবেচনা করিবার সাধ্য থাকে না এবং ষ্টাম্প বিক্রয় পূর্ব্বের ন্যায় নাম বহিতে জমা হয় না, সুতরাং কে কত টাকা দিলে ও কত টাকা ষ্টাম্প পাইল, তাহার নির্ণয় হইতে পারে না।

এক্ষণে ইহার প্রকৃতির সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল, মহাশয় বলুন যে ইহা কি লোকের ভালর জন্য না মন্দের জন্য হইয়াছে।

যশোর।

শ্রীঃ—

শান্তিপুরের শুভাশুভ ঘটনা।

বিগত ১লা এপ্রেল তারিখে এখানে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা একটি উচ্চ শ্রেণী ইংরাজি স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি মাসিক ৫০ টাকা দিতেছেন। ছাত্রদত্ত বেতনের সহযোগে স্কুলের ব্যয় এক রূপ চলিতেছে। প্রথমাবস্থা দর্শনে সকলেই এরূপ প্রত্যাশা করিতেছেন যে ক্রমশ ঐ স্কুলের বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভব। "ফলেন পরিচীয়তে।"

শান্তিপুরে এই ক্ষণ দুই জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সহযোগে, প্রতি সোম বারে বিচারাশনে উপবেশন করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারি মকদ্দমার বিচার করিতেছেন। যে প্রণালিতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা দেখিয়া বিবেচনা হয় যে ভবিষ্যতে সাধারণ লোকের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

সম্প্রতি রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সমীপে অত্যাচার সম্বন্ধে একটি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তৎ সম্বন্ধে আদালতে যত দূর প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে এরূপ প্রতীতি হইতেছে যে সুরা পানই এবম্বিধ ঘটনার একটি প্রধান মূলীভূত কারণ। চন্দ্র প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই মর্ম্মে এজাহার করিয়াছে যে গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্র আন্দাজ দুই টার সময় শশিভূষণ রায়, ও রাজ কৃষ্ণ রায় ও লালমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং যগু ভট্টাচার্য্য মন্দ অভিপ্রায়ে তাহার মৃত মাতুলের বাস বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা বিধ অত্যাচার করিয়াছে। ঐ রাত্রে সে বাটীতে তাহার মতুলের মাতা ও বিধবা স্ত্রী এবং আর একটী যুবতী স্ত্রীলোক উপরের ঘরে এবং দুই জন বালক নিচের ঘরে শয়ন করিয়াছিল। এজাহার প্রমাণের নিমিত্ত যে তিন জন সাক্ষী জোবান বন্দি দিয়াছে তাহাতে এরূপ প্রকাশ যে, পূর্ব্বোক্ত চারি ব্যক্তি বাটীর উঠানে উপস্থিত হইয়া এক জন বলিল "ঠাকুর ঝি দুয়ার খোল" তাহাতে বাটিস্থিত এক জন জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কারা" ইহাতে প্রবেশকদিগের মধ্যে এক জন রস ভাষ প্রসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "আমরা কাড়া নয়, ডগর।" অতঃপর সেই বাটির লোকে দ্বার না খোলায়, প্রবেশকারকেরা রাগান্বিত হইয়া, নিচের ঘরের কপাটে লাঠির গুতা এবং উপরের ঘরের জানলায় ইট ফেলিয়া মারিতে লাগিলেন। ইহাতে সেই বাটীর স্ত্রী লোকেরা চীৎকার শব্দ করিতে আরম্ভ করায়, পাড়ার লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তাহারা গোলযোগের কারণ জানিতে সেই বাটির সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রবেশকারকেরা পলায়ন করিলেন। আসামীগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য।

আসামী শশীভূষণ রায় এক জন মৃত ধনী লোকের দত্তক পুত্র।

আসামী রাজ কৃষ্ণ রায় মিউনিসিপাল দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিভ ডাক্তার।

(এই দুই জনেরই বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে।)

আসামী লাল মোহন চট্টোপাধ্যায় এক জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত কুলিন ব্রাহ্মণের ভাগিনেয়।

আসামী যগু ভট্টাচার্য্যের বিশেষ পরিচয় অবগত হইতে পারি নাই। এই ঘটনা শান্তিপুরের কাঁশারী পাড়ায় হইয়াছে।

শ্রীঃ—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীরাজেন্দ্র রায়, মুর্শিদাবাদ—আজিমগঞ্জের জমিদার বাবু শিতাব চন্দ্র নাহার সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন। ইনি ইহাঁর দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজা দিগকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছেন। এ বৎসর তাহাদিগের নিকট হইতে খাজনা লইতেছেন না, যেখানে জল কষ্ট সেখানেই পুস্করিণী খনন করাইতেছেন, এরূপ এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে যে কোন প্রজা পুস্করণী খনন করিতে চাহিবে তাহাকেই বিনা মূল্যে সনন্দ দিবেন, অকাতরে চাউল, বুট, ছোলা ইত্যাদি বিতরণ করিতেছেন এবং তাঁহার প্রজা মাত্রকে এরূপ অভয় দান করিয়াছেন যে যাবৎ শস্য ভাল না হইবে তাবৎ তাহাদের নিকট হইতে খাজনা লইবেন না। এমন কি আজিমগঞ্জ হইতে গাড়ি কি নৌকা বোঝাই করিয়া তাহার দিনাজপুরের প্রজাদিগের নিমিত্ত অনবরত পাঠাইতেছেন। কোন রিলিফ কমিসনার গাড়ী চাহিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা যোগাড় করিয়া দিতেছেন এবং তাহার জমিদারির উপর দিয়া রাস্তা হওয়ার বিষয় কাকেটলর জানাইবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বিনা মূল্যে প্রদান করেন। শেতাব বাবুর দেওয়ান বাবু জগচ্চন্দ্র পণ্ডিত দ্বারা এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতেছে। পত্র প্রেরক বলেন তিনি অনেক জমিদারকে দান করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু শেতাব বাবুর ন্যায় সুশৃংখল পূর্ব্বক দান করিতে কাহাকেও দেখেন নাই।

ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ধানহাড়িয়া ঝিনিদহ—লিখিয়াছেন এ প্রদেশে জিনিষের অত্যন্ত দর বৃদ্ধি হইয়াছে ও ক্রমেই হইতেছে। কাঁচি ওজনে মোটা চাউল ১২।১৩ শের বিক্রয় হইতেছে। লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে এবং অনেকে দুই তিন সন্ধ্যা না খাইয়া জীবন কাটাইতেছে।

শ্রীব, দেবগ্রাম—দেবগ্রাম দুর্ভিক্ষ নিবারণী সব কমিটির দ্বারা উত্তমরূপে কার্য্য হইতেছে না লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক সব কমিটির সেক্রেটারী বাবু শিব দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয় তবে সে অত্যন্ত অন্যায় কথা, আমরা ভরসা করি কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট এ বিষয় তদারক করিবেন এবং সব কমিটির সভ্যগণ কিরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহা তদন্ত করিয়া দেখিবেন।

পাবনা, চিথলিয়া নিবাসিনঃ—এদিকে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। চাউলের একেবারে আমদানি নাই বলিলে হয়। যাহাতে নিয়ম মত চাউল পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্ট তাহার বন্দবস্ত না করিলে, আর রক্ষা নাই।

এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুয্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।